



নং-বামাশিবো/প্রশা/গাজীপুর-৯৯/ ২৪৬

তারিখ: ০৭ আশ্বিন, ১৪৩৩
২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

বিষয়: দাতা সদস্য অন্তর্ভুক্তকরণ প্রসঙ্গে

সূত্র: ১। জনাব মো: জহিরুল হক কর্তৃক ২৭.০১.২০২৬ খ্রি. তারিখের আবেদন;
২। স্মারক নম্বর বামাশিবো/প্রশা/গাজীপুর-৯৯/৬৫ তারিখ: ১৬.০২.২০২৬ খ্রি.;
৩। স্মারক নম্বর বামাশিবো/প্রশা/গাজীপুর-৯৯/৯৮ তারিখ: ০৯.০৪.২০২৬ খ্রি.;

গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলাধীন কাপাসিয়া আলিম মাদ্রাসার আজীবন দাতা সদস্য(দাবিকরে) তাকে নিয়মিত কমিটিতে দাতা সদস্য ক্যাটাগরি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে মর্মে বিভিন্ন অভিযোগের বিষয় উল্লেখ পূর্বক আজীবন দাতা শ্রেণীর সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করণের জন্য সাবেক অধ্যক্ষ জনাব মো: জহিরুল হক কর্তৃক অভিযোগ করা হয়। দাখিলকৃত অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে জনাব মো: জহিরুল হক ২০২০ সালে যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী আজীবন দাতা শ্রেণীর সদস্য অন্তর্ভুক্ত হয়ে ০৪.০২.২০২২ইং ও ০৬.০২.২০২৪ ইং সালে গঠিত গভর্নিং বডিতে খসড়া ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকাভুক্ত হয়েছেন। দাখিলকৃত অভিযোগে আরো উল্লেখ করা হয়েছে জনাব নূর মোহাম্মদ, পিতা: শহিদুল্লাহ এবং মো: ইসমাইল সরদার, পিতা: আ: কুদ্দুস সরদারকে বিধি বহির্ভূত দাতা সদস্য করা হয়েছে।

অভিযোগের বিষয়ে জবাবসহ দাতা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়ার জন্য সাবেক অধ্যক্ষ জনাব মো: জহিরুল হক ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে সূত্রোক্ত ২নং স্মারকে পত্র প্রেরণ করা হয়। পত্রের আলোকে অভিযোগকারী আজীবন দাতা সদস্য দাবিদার জনাব মো: জহিরুল হক এবং ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কর্তৃক কাগজপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। উভয় পক্ষের দাখিলকৃত কাগজপত্র অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ২০.০৪.২০২৬ইং তারিখে শুনানী গ্রহণ করার জন্য সূত্রোক্ত ৩নং স্মারকে পত্র দেওয়া হয়। উক্ত শুনানীর তারিখে অভিযোগকারীর ব্যক্তিগত পারিবারিক অসুবিধা আছে মর্মে উল্লেখ করে সময়ের জন্য ১৭.০৪.২০২৬ ইং তারিখে আবেদনের আলোকে রেজিস্ট্রার মহোদয়ের মৌখিক নির্দেশে ২৯.০৪.২০২৬ তারিখে পুনরায় শুনানী গ্রহণের জন্য নির্ধারণ করে উভয়পক্ষকে জানিয়ে দেওয়া হয়। পুনরায় নির্ধারিত শুনানী স্থগিত চেয়ে অভিযোগকারী সাবেক অধ্যক্ষ জনাব মো: জহিরুল হক কর্তৃক পৃথক পৃথক আবেদন করা হয়। তবে শুনানীর ধার্যকৃত তারিখে অভিযোগকারী না এলেও এডহক কমিটির সাবেক সভাপতি এবং ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ উপস্থিত হন। শুনানীতে উপস্থিত হয়ে নিজেদের মৌখিক ও লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করে কাগজপত্র জমা দিয়েছেন।

এডহক কমিটির সভাপতি এবং ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ তাদের মৌখিক বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে সাবেক অধ্যক্ষ জনাব মো: জহিরুল হক মাদ্রাসার অনুদানের টাকা জাল-জালিয়াতি করে মাদ্রাসার ব্যাংক একাউন্টে জমা দিয়ে দাতা সদস্য হয়েছেন। শুনানীতে উপস্থিত হয়ে জনাব নূর মোহাম্মদ জানান যে জনাব নূর মোহাম্মদ, জনাব মো: ইসমাইল সরদার ও জনাব আব্দুল হাদিস উক্ত মাদ্রাসার আজীবন দাতা সদস্য কিন্তু সাবেক অধ্যক্ষ জনাব মো: জহিরুল হক অধ্যক্ষ থাকাকালীন নিজে দাতা সদস্য হওয়ার জন্য তাদেরকে জাল-জালিয়াতি করে বাদ দিয়েছেন। উক্ত বিষয়ে দাতা সদস্যদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ডা: আনোয়ার হোসেন, বিসিএস (স্বাস্থ্য), সহকারি পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ঢাকাকে আহবায়ক করে মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, প্রভাষক(ইংরেজী) এবং দুই জন অভিভাবক সদস্যর সমন্বয়ে তদন্ত করা হয় মর্মে উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন সংযুক্ত করা হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদনের পর্যালোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে সাবেক অধ্যক্ষ জনাব মো: জহিরুল হক ১৪.০৯.২০২০ ইং তারিখে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা মাদ্রাসার একাউন্টে জমা করেন এবং আজীবন দাতা হওয়ার লক্ষ্যে চাঁদা আদায় রশিদে উক্ত টাকার উল্লেখ করেন। আজীবন দাতা হওয়ার বিষয়ে মাদ্রাসা থেকে কোন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আজীবন দাতা হওয়ার বিষয়টি প্রায় ০৩ (তিন) বছর পর ২৫.১০.২০২৩ইং গভর্নিং বডির সভায় রেজুলেশন ভুক্ত করা হয়। অধ্যক্ষ নিজে দাতা সদস্য হওয়ার মানসে আজীবন দাতা সদস্যদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে কৌশলে প্রভাষণের আশ্রয় নিয়ে বাদ দিয়েছেন। তবে অভিযোগকৃত দুই লক্ষ টাকা অন্যকোন ফান্ড থেকে আসছে কিনা এরকম কিছু উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি এবং তার স্বপক্ষে কোন কাগজপত্রও দাখিল করা হয়নি। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নির্দেশের আলোকে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, কাপাসিয়া, গাজীপুর এর অন্য আরেকটি তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে উক্ত মাদ্রাসার আরো ০৩ (তিন) জন দাতা সদস্য আছেন। যথা- নূর মোহাম্মদ, ইছমাইল এবং আব্দুল আজিজ সকলেই দাতা সদস্য। অপরদিকে, জনাব মো: ইসমাইল সরদার ২.২৫ শতাংশ ও জনাব নূর মোহাম্মদ ২.৫ শতাংশ জমি দান করার দলিল জমা দেওয়া হয়েছে।

দাখিলকৃত নথিপত্র, তদন্ত প্রতিবেদন ও সার্বিক বিষয় পর্যালোচনাপূর্বক বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড (ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডি) প্রবিধানমালা ২০২৫ এর প্রবিধান ২ (৩) অনুযায়ী প্রযোজ্য পূর্বাপর প্রবিধানমালা অনুযায়ী জনাব মো: জহিরুল হককে মাদ্রাসার অন্যান্য দাতা সদস্যদের সাথে আজীবন দাতা সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো এবং বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হলো।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে

প্রফেসর এস এম তৌহিদুজ্জামান

রেজিস্ট্রার

ফোন: ৯৬১২৮৫৮

ই-মেইল: registrar@bmeb.gov.bd

১। অধ্যক্ষ/ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, কাপাসিয়া আলিম মাদ্রাসা, কাপাসিয়া, গাজীপুর;

২। জনাব মো: জহিরুল হক (অভিযোগকারী), সাবেক অধ্যক্ষ, ।



বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড
২ অরফ্যানেজ রোড, বকশি বাজার, ঢাকা-১২১১
www.bmeb.gov.bd

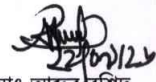


নং-বামাশিবো/প্রশা/গাজীপুর-৯৯/

তারিখ: ০৭ আশ্বিন, ১৪৩৩
২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. জেলা প্রশাসক, গাজীপুর;
২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কাপাসিয়া, গাজীপুর;
৩. জেলা শিক্ষা অফিসার, গাজীপুর;
৪. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, কাপাসিয়া, গাজীপুর;
৫. ম্যানেজার, সোনালী/অগ্রণী/রূপালী/জনতা ব্যাংক, ... শাখা, কাপাসিয়া, গাজীপুর;
৬. প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা(ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ);
৭. পিও টু চেয়ারম্যান, পিএ টু রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
৮. অফিস কপি।


২২/০৭/২৬

মোঃ আব্দুর রশিদ

উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)

ফোন: ৯৬৭৪৮৭৪

ই-মেইল: dradmin@bmeb.gov.bd